আলাঁ বাদিউ

# ইতিহাসের পুনর্জন্ম

গণ-অভ্যুত্থান ও লড়াইয়ের কালপর্ব

ভাষান্তর : গৌরাঙ্গ হালদার

ঐতিহ্যের সাথে সমকালের বন্ধন
গ্রন্থিক
প্রকাশন

**অনুবাদকের উ ৎ স র্গ**

আজফার হোসেন
ও
ফারুক ওয়াসিফ
বন্ধুবরেষু

# সূচি

ভাষান্তর প্রসঙ্গে ৭
সূচনা ১১

আজকের পুঁজিবাদ ১৫
তাৎক্ষণিক লড়াই ২১
প্রচ্ছন্ন লড়াই ২৯
ঐতিহাসিক লড়াই ৩৩
লড়াই ও পশ্চিমা দেশসমূহ ৪১
লড়াই, ঘটনা ও সত্য ৪৮
ঘটনা ও রাজনৈতিক সংগঠন ৫৪
রাষ্ট্র ও রাজনীতি ৬১
মতবাদিক সারসংক্ষেপ ৭১
একজন কবির সঙ্গে উপসংহারে ৭৯

পরিশিষ্ট ৮২
পরিশিষ্ট—১ ৮৪
পরিশিষ্ট—২ ৯০

# ভাষান্তর প্রসঙ্গে

আন্তোনিও গ্রামসি তাঁর প্রিজন নোটবুকসে লিখেছিলেন, ‘পুরাতন মরে যাচ্ছে কিন্তু নতুন জন্ম নিতে পারছে না’। পুরাতন মরে যাবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু নতুনের জন্ম নিতে না পারা স্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিকতার প্রকাশ ঘটে বিস্ফোরণে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিস্ফোরণ প্রকাশ পায় গণ-অভ্যুত্থানরূপে। যে কোনো যুগের স্বৈরাচারী শাসক জনগণের অভ্যুত্থান ও আন্দোলন বিরোধী। কেন বিরোধী তার হিসাব সহজ। স্বৈরাচারী শাসকরা ক্ষমতার চেয়ারে থাকেন জনস্বার্থের প্রতিনিধি বলে। কিন্তু জনস্বার্থ ও স্বৈরাচারী স্বার্থ এক হওয়া বিরল। কাজেই দ্বন্দ্ব অনিবার্য। দ্বন্দ্বের একদিকে স্বৈরাচারী শাসক অন্যদিকে জনতা। স্বৈরাচারীর হাতে থাকে ক্ষমতার দণ্ড। জনতার হাত খালি। এই খালি হাতগুলোর একটা যখন আরেকটার হাত ধরে তখনই নতুন ইতিহাসের জন্মপ্রক্রিয়া শুরু হয়। নতুনের কেতন ওড়ে।

দার্শনিক আলাঁ বাদিউ তাঁর *‘দি রিবার্থ অব হিস্টোরি : টাইমস অব রায়টস অ্যান্ড আপরাইজিংস’* গ্রন্থে ইতিহাসের পুনর্জন্ম কী করে কোন্ প্রক্রিয়ায় আরম্ভ হয় তার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও গণ-অভ্যুত্থান ছাড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নতুন পর্যায় সূচিত হয় না। তাই আমরা যাকে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন বলি তার চাবিকাঠিও জনগণের উত্থান ও আন্দোলনের মাঝে। তিনি বলছেন, পৃথিবীজুড়ে রাষ্ট্র ও তার শাসকশ্রেণি এখন এমন একটি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ‘কল্পিত’ হলেও প্রতিনিয়ত শত্রু উৎপাদন করতে হয় রাষ্ট্রের। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে মানুষের জাগরণের বিকল্প নেই। বাদিউ তাঁর দর্শনে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সাম্যবাদ ফিরিয়ে আনার জন্য বাহাস করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলছেন, সাম্যবাদী আন্দোলন ছাড়া সাম্যবাদ আসে না। কাজেই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘মুভমেন্ট কমিউনিজম’।

আমাদের সাপেক্ষে এই বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক। কারণ একদিকে আমাদের রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে আছে আন্দোলনের অমোচনীয় ভূমিকা। অন্যদিকে অনাগত সমাজ নির্মাণে মানুষের জেগে ওঠার ভূমিকা জরুরি বটে। বাদিউ তাঁর বিশ্লেষণে ইঙ্গিত দিয়েছেন, জনগণের আন্দোলন ও অভ্যুত্থান যেমন এমনি এমনি ঘটে না, তেমনই

ব্যক্তি-বিশেষের খায়েশ বা মর্জিমাফিকও ঘটে না। গণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে বলা যায় অনিশ্চিত সম্ভাবনা। অভ্যুত্থান দৃশ্যমান হয় জনগণের সক্রিয় প্রতিরোধ থেকে। বাদিউ সত্যের জমিনে দাঁড়িয়ে গণ-অভ্যুত্থানের গতি-প্রকৃতি, কারণ ও ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন।

বাদিউ'র দর্শনে *ঘটনা*, *সত্য*, *বিষয়ী* ও *সত্তা*র ধারণা উত্তরাধুনিক নয় বা আধুনিকতার পুনরাবৃত্তিও নয়। তিনি একই সঙ্গে ঐতিহ্যগত আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতাবাদী প্রত্যয়সমূহ আলিঙ্গন করে বলেন, সত্য সবখানে ও সব সময় অপরিবর্তনীয়। সত্য প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গঠিত হয়। রাজনীতিতে সদা সক্রিয় বাদিউ'র ভাবনার সঙ্গে মার্কসীয় রাজনৈতিক চিন্তার যোগসূত্র গভীর। রুশ বিপ্লবের একশত বছর পূর্তি উপলক্ষে বাদিউ একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি রুশ বিপ্লবের একটি মূল্যায়ন করেন। সাক্ষাৎকারটি ছিল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিয়ে অল্প কয়েকটি সেরা মূল্যায়নের অন্যতম। তিনি সেখানে বলেন, "সাম্যবাদী রাজনীতিকে আপনি এখন আর কেবল রাষ্ট্রক্ষমতার বিপ্লবী দখলের গণ্ডিতে আটকাতে পারবেন না। ঠিক এ কারণেই আমরা এখন এক নতুন গোড়াপত্তনের মাঝে, মার্ক্সীয় চিন্তার মৌলিক দিকগুলোর এক নতুন ঝোঁকের মাঝে আছি। কয়েকটা বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, কাজের সংগঠনের সমমাত্রিক রূপান্তর, গ্রামাঞ্চলের শিল্পায়ন, কায়িক ও মানসিক কাজের মাঝে বিভাজন অতিক্রম করে বহুদিকে সক্ষম শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটানো, বাস্তব আন্তর্জাতিকতাবাদ, সকল ক্ষেত্রে জনপ্রিয় পরিষদের স্থায়ী অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের ওপর নজরদারি : এই সব মার্ক্স ও লেনিনের পর্যায়ে ছিল তাত্ত্বিক স্তরে। কিন্তু মাওয়ের চীনে এগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলোকে ঘিরেই বর্তমান বৈশ্বিক কমিউনিস্ট ধারার পুনর্গঠন গড়ে উঠতে হবে। এ তো ঘটবে এক নতুন শুরুর পরিস্থিতিতে। আর সকল শুরুই তীব্র হতে বাধ্য।"

পুঁজিবাদ পৃথিবী নামক গ্রহ এবং এর বাসিন্দাদের অস্তিত্ব সংকটে নিক্ষেপ করেছে—এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। এই সংকট উত্তরণে পুঁজিবাদ অতিক্রম করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আর এই অতিক্রম মানে নতুন শুরু। শেষের শুরু। বাদিউ'র ভাষায়, ইতিহাসের পুনর্জন্ম। কিন্তু মানুষের উত্থান ছাড়া ইতিহাসের পুনর্জন্ম ঘটেছে, এমন নজির নেই।

আলাঁ বাদিউর জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৭ জানুয়ারি, মরক্কোর রাবাত শহরে। পড়াশোনা করেছেন প্যারিসের Lycée Louis-Le-Grand ও বিখ্যাত ইএনএস গ্র্যাজুয়েট স্কুলে (École Normale Supérieure)। ১৯৬৭ সালে লুই আলথুসের-এর পাঠচক্রে যোগ দেন। এই পাঠচক্রে জাক লাকাঁর ভাবনায় প্রভাবিত হন। পরে Cahiers pour l'Analyse সম্পাদকীয় সদস্যপদ লাভ করেন। এর মাঝে লাকাঁর তত্ত্বের পাশাপাশি গণিত ও যুক্তিশাস্ত্রে নিজের সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে নেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে যোগ দেন ছাত্র অভ্যুত্থানে বামপন্থি মিলিট্যান্ট সংগঠন ইউসিএফএমএল-এ। বাদিউ'র ভাষ্য অনুসারে

এটি ছিল মাওবাদী সংগঠন। এরপর ১৯৮৫ সালে ইউসিএফএমএল-এর কয়েকজন মাওবাদী কমরেডের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন—Organisation Politique। ফরাসি উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে, ২০০৭ সালে সংগঠনটি ভেঙে দেয়া হয়। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত University of Paris 8/Vincennes-Saint Denis-এ, আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন দর্শন বিভাগ। সেখানে অধ্যাপনা করেন ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। বাদিউর বাবা রেমন্ড বাদিউ ছিলেন একজন গণিতবিদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফরাসি প্রতিরোধ পর্বের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন তিনি। বাদিউর দর্শনে এই প্রতিরোধ প্রবণতার ছাপ সুস্পষ্ট। দর্শনচর্চাকে তিনি অ্যাকাডেমিক পরিসরে সীমিত করেননি। দর্শনকে তিনি বরং মানুষের প্রতিদিনের কাজকারবার ও রাজনীতির জমিনে নিয়ে এসেছেন। তরুণ বয়স থেকেই বাদিউ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়। ছিলেন 'ইউনিফায়েড সোশ্যালিস্ট পার্টি'র (PSU) প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। পিএসইউ আলজেরিয়ার উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শ আশির দশকে আলথুসেরীয় 'কাঠামোগত মার্কসবাদ' ও লাকাঁপন্থি মনোবিশ্লেষণ আকর্ষণ হারায়। বাদিউ এ সময় বেশ কিছু দার্শনিক রচনা প্রকাশ করেন। এর মাঝে *থিওরি অব দ্য সাবজেক্ট* (১৯৮২) ও *বিইং অ্যান্ড ইভেন্ট* (১৯৮৮) গুরুত্বপূর্ণ।

বাদিউ ইএনএস-এ দর্শন বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন ১৯৯৯ সালে। একই সঙ্গে তিনি আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর মাঝে আছে Collége International de Philosophie। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Centre International d'Etude de la Philosophie Française Contemporaine। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহপ্রতিষ্ঠাতা। ২০১৪-২০১৫ বর্ষে 'দি গ্লোবাল সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ইউরোপিয়ান গ্র্যাজুয়েট স্কুল EGS-এর রেনে দেকার্ত চেয়ারে অধিষ্ঠিত।

এছাড়া বাদিউ'র বহুসংখ্যক কাজের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, *ইন প্রেইজ অব লাভ*, *দি কমিউনিস্ট হাইপোথিসিস*, *লজিকস অব ওয়ার্ল্ড*, *ম্যানিফেস্টো ফর ফিলোসফি*, *ফিলোসফি ফর মিলিট্যান্টস*, *ইন প্রেইজ অব পলিটিকস*, *দি এজ অব দি পোয়েটস*, *দি অ্যাডভেঞ্চার অব ফ্রেঞ্চ ফিলোসফি*, *ইনফিনিট থট*, *ইন প্রেইজ অব ম্যাথমেটিকস*, *প্লেটো'স রিপাবলিক*, *জাক লাকাঁ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট* প্রভৃতি। বাদিউ তাঁর প্রথম উপন্যাস *Almagestes* লেখেন ১৯৬৪ সালে। এছাড়া তিনি *আহমেদ দ্য ফিলোসফার* নামে নাটক লিখেছেন।

*দি রিবার্থ অব হিস্টোরি : টাইমস অব রায়টস অ্যান্ড আপরাইজিংস* বইটি লেখেন ২০১০-২০১১ সালে তিউনিশিয়া ও মিসরের গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে। প্রথম প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায়—২০১১ সালে। *Réveil de l'Histoire* শিরোনামে। ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে, ভারসো পাবলিশার থেকে। অনুবাদ করেন গ্রেগরি এলিয়ট। বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে এলিয়ট অনূদিত *The Rebirth*

*of History: Times of Riots and Uprisings* গ্রন্থ থেকে। পরিভাষাগত জটিলতা যতদূর সম্ভব এড়ানোর চেষ্টা করেছি। তবে যাতে অতি-সরলীকরণ না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। পাঠ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় পাদটীকা দেওয়া আছে। বইটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বন্ধু আলতাফ পারভেজ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

গৌরাঙ্গ হালদার
ঢাকা, ২০২৩

# সূচনা

চারপাশে হচ্ছেটা কী? আধা-বিধ্বস্ত আধা-আবেশে ডুবে থাকা আমরা কিসের প্রত্যক্ষদর্শী? জীবন-মরণের দামে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একটি দুনিয়া চলতে থাকার? যে দুনিয়া বিজয়ী সম্প্রসারণ দ্বারা নিজেই নিজের নিরাপত্তা সংকটে ভুগছে? এই দুনিয়ার শেষ কোথায়? একটা অন্যরকম দুনিয়ার আবির্ভাব হতে পারে কি? এই শতাব্দীর প্রথম দিকটায় আমাদের ক্ষেত্রে কী ঘটছে—যা দেখা গেলেও, চলতি ভাষায় যার পরিষ্কার কোনো নাম নেই?

আসুন, আমাদের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া যাক। এরা হলেন সদা সতর্ক ব্যাংকার, মিডিয়া তারকা, প্রধান প্রধান কমিশনগুলোর দ্বিধাগ্রস্ত প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়[১]-এর মুখপাত্র, ব্যস্ত সভাপতিমণ্ডলী, নয়া দার্শনিক, ফ্যাক্টরি এবং স্টেট মালিক, স্টক মার্কেটের লোকজন ও ডিরেক্টরদের বোর্ড, বকবক করা বিরোধী রাজনীতিবিদ, নগর ও প্রদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, উন্নয়নের অর্থনীতিবিদ, নাগরিকত্বের সমাজতাত্ত্বিক, সব ধরনের সংকটের অভিজ্ঞ মন্ত্রণাদাতা, সভ্যতার সংঘাত-এর নবীগণ, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্তাব্যক্তিরা, বিচার ও 'অপরাধ সংশোধন'-এর ব্যবস্থা, মুনাফা নির্ণয়কারী, উৎপাদনশীলতার হিসাববিদ, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকীয় লিখিয়েগণ, মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিচালকবর্গ, সেইসব লোক যারা কিছু পরিমাণে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন, এবং সেইসব লোক যারা নিজের ভালোর বাইরে আর কিছু করেন না, এইসব শাসকদের, এই সকল মত গঠনকারীর, এই সকল নেতাদের কিংবা সকল প্রকার জুয়াড়ি জালিমের কাছে এ ব্যাপারে কী বলার আছে?

তারা সবাই বলে, পৃথিবী একটা হতবুদ্ধিকর গতিতে পাল্টে যাচ্ছে। আমরা যদি ধ্বংস ও মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়তে না চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই পরিবর্তনের

---

১. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (International Community): বিশ্বের সরকারসমূহ এবং বহুসংখ্যক লোকের মাঝে ভূরাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। নোয়াম চমস্কির মতে, জাতিসংঘ ও তার মিত্র এবং মক্কেল রাষ্ট্রগুলোকে নির্দেশ করতে এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশ একাডেমিশিয়ান ও পণ্ডিত ব্যক্তি মার্টিন জ্যাকুস বলেন, "'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়' বলতে কী বোঝায় তা আমরা সবাই জানি, তাই না? এটা পশ্চিমা দুনিয়া। তার বেশি নয়, কমও নয়।"

সাথে মানিয়ে চলতে হবে। তা না হলে এই দুনিয়াতে আমরা হয়তো নিজেরাই নিজেদের ছায়া হয়ে যাব (তাহলে তাদের জন্যও এই একই জিনিস আসে)। মানে, কোনো উচ্চবাচ্য ছাড়াই অবধারিত মূল্যে প্রবলভাবে অবিরাম 'আধুনিকায়নের' সাথে যুক্ত হতে হবে। কঠোর প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব প্রতিদিন আমাদের যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করায়, সেখানে অবশ্যই উৎপাদন বাড়ানোর ঢালু সিঁড়িতে আমাদের ঝুলতে হবে। বাজেট কাটছাঁট, টেকনোলজির নব প্রবর্তনা, ব্যাংকগুলোর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। চাকরি নমনীয় করতে হবে। সমস্ত প্রতিযোগিতাই আসলে খেলা। সংক্ষেপে, অবশ্যই আমাদের এ সময়ের চ্যাম্পিয়নদের সাথে ছেদ টানার চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে যেতে হবে (জার্মান টেক্কা, থাই আগন্তুক, অভিজ্ঞ ব্রিটিশ, নবাগত চীনা, সর্বদা তেজি আমেরিকান এবং আরও অনেকের সাথে)। এবং কখনোই তাদের তল্পির পেছনে হামাগুড়ি দেয়া যাবে না। অন্যদিকে অবশ্যই সকলে আধুনিকায়ন, সংস্কার ও পরিবর্তনের প্যাডেল ঘোরাবে। কোন রাজনীতিক তার প্রচার অভিযানে সংস্কার, পরিবর্তন এবং অভিনবত্ব পরিহার করতে পারে? সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার বাহাস সব সময় যে আকার নেয় তা হচ্ছে—অন্যরা যা বলছে তা সত্যিকার পরিবর্তন নয়। তা সূক্ষ্মভাবে ছড়ানো রক্ষণশীলতা। আমরাই সত্যিকার পরিবর্তন তুলে ধরছি। আপনি এটা বুঝতে চাইলে কেবল আমাদের দিকেই চোখ রাখুন। আমরা প্রতি সপ্তাহে বৃষ্টির মতো নতুন আইন প্রণয়ন করব। আধুনিকায়ন এবং সংস্কার করব; রুটিনের সাথে ছেদ টানুন! পুরোনো থেকে বেরিয়ে আসুন!

তাহলে আসুন আমরা বদলে যাই। কিন্তু বদলে যাওয়া আসলে কী? পরিবর্তন যদি স্থায়ী কিছু হয় তাহলে এর গতিমুখকে অবশ্যই নিশ্চল মনে হবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত সকল মানদণ্ডই আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে জরুরি অবস্থা হিসেবে। যাতে করে ধনী লোকেরা নামমাত্র কর প্রদান করে ক্রমাগত আরও ধনী হতে পারে। যাতে করে ফার্মের অসংখ্য কর্মী ছাঁটাই করে এবং ব্যাপকমাত্রায় পুনর্বিন্যাস করে সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়। যা কিছু গণমালিকানার তার সবকিছু যাতে ব্যক্তিমালিকানায় নেয়া যায়। এগুলো শেষপর্যন্ত জনকল্যাণে কোনো অবদান রাখবে না (জনকল্যাণ বিশেষভাবে একটি অনর্থনৈতিক ক্যাটেগরি)। কিন্তু ধনীদের সম্পত্তির ব্যয়বহুল দেখভাল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভরণপোষণ চলবে। কেননা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলো ধনীদের 'রিজার্ভ ফোর্স'। আর তাই স্কুল, হাসপাতাল, গৃহায়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ—সকলের আরামদায়ক জীবনের জন্য এই পাঁচটি স্তম্ভকে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হবে (এটা একটা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ)। তারপর এগুলো প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে (মানে তা হবে নির্মমতা)। সবশেষে ধনী ও আধা ধনীরা যাতে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও পরিবহণ পেতে পারে সেই লক্ষ্যে তা বাজারে হস্তান্তর করা হবে (মানে তা সিদ্ধান্তপ্রসূত)। আর এটা কোনোক্রমেই গরিব লোকদের প্রাপ্তির সংগ্রামে যে অনিশ্চয়তা তার মতো হবে না।

সুতরাং যেসব বিদেশি বংশোদ্ভূত শ্রমিক এখানে দশকের পর দশক ধরে কাজ করছে, তাদের অধিকার পর্যবসিত হবে শূন্যে। আক্রমণের লক্ষ্য হবে তাদের সন্তানেরা। তাদের অনুমতির কাগজপত্র বাতিল করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের 'সভ্যতা' ও 'মূল্যবোধের' ভয়ংকর প্রচারণা উঠবে তুঙ্গে। বিশেষ করে যুবতি মেয়েরা যাতে তাদের মাথা বাদে শরীরের বাদবাকি অংশ না ঢেকেই রাস্তায় বেরোতে পারে। অবশ্যই তাদের 'সেক্যুলারিটি'র বিষয়ে মনোযোগ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে মানসিকভাবে অসুস্থ লোক সারা জীবন জেলে আটকে থাকে। যেসব সামাজিক 'সুবিধা'র ফলে নিম্নশ্রেণির বহু মানুষ উপকৃত হতো, তা বাতিল হয়ে যাবে। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো হবে জোরপূর্বকভাবে। যাতে করে পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত সামরিক অভিযান চালানো যায়। বিশেষ করে আফ্রিকায়। ক্ষমতাধরদের অধিকার হলো রাষ্ট্র পয়দা করা। যে অধিকার সন্ত্রাস, দখল এবং 'নির্বাচনের' ভৌতিক অপচ্ছায়ার সংমিশ্রণের ভেতর দিয়ে তাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসে। দুর্নীতিগ্রস্ত সেবাদাসরা যাতে দেশের পুরো সম্পদ ক্ষমতাধরদের হাতে তুলে দিতে পারে। কারণ যা-ই হোক না কেন, অতীতে দেশে দেশে যারা 'আধুনিকায়নের' জন্য নিবেদিত ছিলেন, এমনকি তারা যদি বাধ্যগত সেবকও হন, অচিরেই তারা তাদের দেশ গঠনে প্রত্যাখ্যাত হবেন। শক্তিশালীদের হাতে দেশ লুণ্ঠনের সাথে সাথে বিদায় নেবে 'মানবাধিকার'। তাদেরকে আনা হবে আধুনিকায়নের বিচারালয়ে এবং সম্ভব হলে ঝোলানো হবে ফাঁসিতে।

এই হলো বৈচিত্র্যহীন পরিবর্তন-এর সত্য। সংস্কার-এর প্রকৃত অবস্থা। আধুনিকায়ন-এর দৃশ্যমান মাত্রা। এই হলো আমাদের নেতাদের কাছে এই পৃথিবীর নিয়ম।

ছোট এই গ্রন্থটির লক্ষ্য বরং ভিন্ন কিছুর জন্য বিষয়াদির বহাল দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা। এখানে তিনটি পয়েন্টে তার সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে।

১. আধুনিকায়ন, সংস্কার, গণতন্ত্র, পাশ্চাত্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, মানবাধিকার, সেক্যুলারিজম, বিশ্বায়ন ও অন্য অনেক কিছুর আন্তঃপরিবর্তনশীল বিধি-বিধানের অধীনে, পেছনে ফিরে যাবার অতুলনীয় ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা ছাড়া আমরা আর কিছু খুঁজে পাই না। বিশ্বায়িত পুঁজি বিকশিত হতে পারে তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টির একাগ্রতা আর তার রাজনৈতিক সেবাদাসদের সক্রিয়তার জন্ম মধ্য উনিশ শতকীয় গোঁড়া উদারতাবাদে। মার্কস যেমন বলেছিলেন, এগুলো ছিল আর্থিক ও সাম্রাজ্যবাদী অলিগার্কদের সীমাহীন ক্ষমতা ও 'পুঁজির প্রতিনিধি'দের গঠিত সংসদীয় সরকারের সজ্জা প্রদর্শনী। আর সে কারণে, শ্রমিকদের সংগঠিত রূপের আন্দোলন, কমিউনিজম ও সত্যিকার সমাজতন্ত্র আবির্ভূত হয়েছিল ১৮৬০ ও ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। এবং তা বৈশ্বিক পরিসরে প্রয়োগ করা হয়। ফলে, উদারতাবাদী পুঁজিবাদ আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে যায়। পুনঃসৃষ্টি করা হয় সাম্রাজ্যবাদের পরম আরাধ্য 'মূল্য'ব্যবস্থা । এই হলো এগিয়ে চলা 'আধুনিকায়ন'-এর মূল মরতবা। একে অবশ্যই নির্দয়ভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে।

২. বর্তমান কালপর্ব আসলে অতীতে ফেরার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম স্ফুরণ। এই অভ্যুত্থানগুলো হয়তো অন্ধের মতো। সে হয়তো অনভিজ্ঞ ও বিক্ষিপ্ত। তার শক্তিশালী ধারণা বা টেকসই সংগঠনের ঘাটতি রয়েছে। তবে স্বভাবতই এর মিল রয়েছে উনিশ শতকের শ্রমিক শ্রেণির প্রথম বৈপ্লবিক উত্থানের সঙ্গে। তাই আমি এখানে বলতে চাই, আমরা নিজেদের খুঁজে পেয়েছি 'লড়াই সংগ্রামের কালে'। যেখানে বাজে বিষয়গুলোর নিখাদ পুনরাবৃত্তির বিরোধিতা হিসেবে ইতিহাসের পুনর্জন্ম আমাদের ইশারা দিচ্ছে এবং আকার নিচ্ছে। আমাদের প্রভুরা এ বিষয়ে আমাদের চাইতে আরও ভালোভাবে ওয়াকিবহাল। তারা গোপনে কাঁপছে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করছে। বিচার বিভাগীয় হাতিয়ার ও সশস্ত্র বাহিনীর চক্রব্যূহ পদ্ধতির আক্রমণ—এই দুই রূপেই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজ আমাদের নিজেদের পুনর্গঠিত অথবা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা অতীব জরুরি।

৩. মহিমান্বিত হলেও এই মুহূর্তে কঠিন অবস্থায় থাকা পরাজিত গণ-সমাবেশে, অন্তহীন সুবিধাবাদী 'প্রতিনিধিত্বশীল' সংস্থাগুলোয় বা দুর্নীতিগ্রস্ত ট্রেড ইউনিয়নে হোক অথবা সংসদীয় দলগুলোয় হোক, ইতিহাসের পুনর্জন্ম একই সঙ্গে ধারণার (Idea) পুনর্জন্ম হবে। খোদ ধারণা 'গণতন্ত্র'র প্রাণহীন দুর্নীতিগ্রস্ত রূপকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম; যে গণতন্ত্র পুঁজির সৈন্য-সামন্তের ব্যানারে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে এগুলো সংকীর্ণ ফ্যাসিবাদে প্রদত্ত বর্ণবাদী ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের স্থানীয় সংকট তুলে ধরে। পুনর্দর্শনে এই সকল লড়াইয়ের মর্মগত বৈচিত্র্য ঠুনকো হলেও সাম্যবাদের ধারণা আমাদের শিক্ষা দেয়।

# আজকের পুঁজিবাদ

সমকালীন পুঁজিবাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের খতিয়ান না নেওয়ার জন্যে, এর 'মার্কসবাদী বিশ্লেষণ' তুলে না ধরার জন্যে, আমার সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক বন্ধুদের আড্ডায় আমি প্রায়ই সমালোচিত হই। সত্যি বলতে কী, সাম্যবাদ আমার কাছে অতিসূক্ষ্ম একটি ধারণা। দিনশেষে আমি যেন বাস্তবতায় নোঙরহীন একজন ভাবাদর্শবাদী। তাছাড়া পুঁজিবাদের বিস্ময়কর পরিব্যক্তিতেও[২] আমি অমনোযোগী। তবে এই পরিব্যক্তি 'আধুনিকোত্তর পুঁজিবাদ' নিয়ে আমাদের কথা বলার অনুমোদন দেয়।

উদাহরণ দিচ্ছি। অ্যান্টনিও নেগ্রি আমাকে কমিউনিজমের ধারণার উপরে আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলনে নিয়ে যান। তিনি সেখানে আমাকে এমন একজন লোক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি কিনা মার্কসবাদী না হয়েও নিজেকে কমিউনিস্ট দাবি করেন। তিনি সেখানে অংশগ্রহণ করায় আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। আমি এর সংক্ষিপ্ত জবাবে বলেছিলাম, কমিউনিস্ট না হয়েও মার্কসবাদী হওয়ার দাবি করলে অনেক ভালো হতো। যেহেতু সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, মার্কসবাদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধগুলোর ক্ষেত্রে একটা নির্ধারক ভূমিকা নিতে সক্ষম। তো আজকের দিনে কে মার্কসবাদী নয়? আগের দিনের 'মার্কসবাদী'রা আজ আমাদের প্রভু। স্টক মার্কেট অস্থির হলে অথবা প্রবৃদ্ধির হার পড়তির দিকে গেলেই তারা রাতের বেলা টলমল অবস্থায় একত্রিত হয়। তাদের সামনে 'কমিউনিজম' শব্দটা উচ্চারণ করুন, তারা লাফিয়ে উঠবে এবং আপনাকে শত্রু ভাববে।

এখানে আমি আমার প্রতিপক্ষের সাথে মেলামেশায় কোনোরকম উদ্বিগ্নতা ছাড়াই বলতে চাই, আমিও স্বভাবত সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ একজন মার্কসবাদী। সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তির দরকার নেই। সমকালীন কোনো গণিতবিদ কী ইউক্লিড অথবা অয়লারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ব্যাপারে চিন্তিত হয়? সত্যিকার মার্কসবাদ—যা সমতাবাদী সমাজ সংগঠনের জন্য যৌক্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে চিহ্নিত, তা সন্দেহাতীতভাবে ১৮৪৮ সালের দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলসই শুরু করেছিলেন। তবে

---

২. পরিব্যক্তি (Mutation): পরিবর্তিত রূপের প্রকাশ। এখানে পুঁজিবাদের নতুন নতুন রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। রূপবদল হলেও পুঁজির ধ্রুপদী কাঠামো অপরিবর্তিত রয়ে যায়।

লেনিন, মাও এবং আরও কয়েকজন একে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি এই ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা নিয়েই বেড়ে উঠেছি। আমি মনে করি যেসব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে আমি বেশ ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। সুতরাং তা নিয়ে পুনরায় অনুসন্ধান করা অর্থহীন। আর যেসব সমস্যা এখনো তীব্রভাবে বিদ্যমান তা আমাদের কাছ থেকে র‍্যাডিকেল প্রতিকার ও তেজোদীপ্ত উদ্ভাবন দাবি করে। যে কোনো প্রাণবন্ত জ্ঞান সৃষ্টি হয় সমস্যার ওপরে; যা অবশ্যই গঠিত অথবা পুনর্গঠিত হয়েছে বা হবে তা ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি থেকে হয় না। মার্কসবাদও এর ব্যতিক্রম নয়। উৎপাদন সম্পর্কের তত্ত্ব অর্থে মার্কসবাদ অর্থনীতির শাখা নয়। অথবা সমাজ-বাস্তবতার বিষয়গত[৩] বর্ণনা অর্থে তা সমাজবিদ্যার শাখা নয়। কিংবা বিরোধসমূহের দ্বান্দ্বিক ধারণা নির্মাণ করা অর্থে তা দর্শনও নয়। মার্কসবাদ হলো রাজনৈতিক উপায়সমূহের সংগঠিত জ্ঞান, যা বহাল সমাজকে বাতিল করে চূড়ান্তরূপে একটি যূথবদ্ধ সমাজ সৃষ্টির জন্য সমতাবাদী ও যৌক্তিক উপায় দাবি করে। যাকে আমরা বলতে পারি 'সাম্যবাদ'।

যা-ই হোক, আমি এখানে যোগ করতে চাই, সমকালীন পুঁজিবাদের 'বিষয়গত' উপাত্ত সম্পর্কে যখন কথা আসে, তখন আমার মনে হয় না যে আমি এ ব্যাপারে একদম বাজেভাবে ওয়াকিবহাল। কিন্তু অন্য বিষয়গুলো যেমন, বিশ্বায়ন? কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক শাসকশক্তির দেশগুলোতে সস্তা শ্রম এবং অসংখ্য শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্র নিয়ে যাওয়ার বিষয়সমূহ? বিশ্ব বাণিজ্যে উদারতাবাদী অর্থনীতি কায়েমের লক্ষ্যে একত্রিত রপ্তানিমুখী বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিশেষায়ন, মুনাফার ব্যক্তিগতকরণ, সমাজায়িত ঝুঁকি ও অসমতায় অস্থির বৃদ্ধি, রাষ্ট্র এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের মজুরি ক্রমবৃদ্ধি ও সামাজিক পুনর্বণ্টন, চলতি শতকের আশির দশকে আত্মকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি থেকে আমাদের পুরোনো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উত্তরণ প্রসঙ্গ? লগ্নি পুঁজির নেতৃত্বের অধীনে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পুঁজির পুঞ্জিভবন? যেখানে পুঁজির সঞ্চলনের গতি প্রাথমিক অবস্থায় আছে সেখানে অভিনব উপায়ের ব্যবহার? ফলে পণ্য চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া (আকাশপথে পরিবহণের সাধারণীকরণ, বিশ্বজুড়ে টেলিযোগাযোগ, ফিন্যান্সিয়াল মেশিনারি, ইন্টারনেট, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের সাফল্য নিশ্চিত করার প্রোগ্রাম এবং আরও অনেক কিছু)? নতুন ছাঁচে ঢালা পণ্য ও ঝুঁকির জটিল অনুমানের নিগূঢ় গণিত? আমাদের দেশে সমাজের গ্রামীণ সংগঠনসমূহ এবং কৃষকদের নাটকীয়ভাবে সম্পূর্ণরূপে ছুড়ে ফেলা? ফল হিসেবে বর্তমান সমাজ ও রাজনৈতিক শক্তির খুঁটি হিসেবে শহুরে পেটিবুর্জোয়াদের চূড়ান্ত প্রভাবক হিসেবে তৈরি করা? বড় বুর্জোয়া ধনীদের অ্যারিস্টটলের মতো পুরোনো বলে অভিযোগ করা? সর্বব্যাপী মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলোর পুনরুত্থান কী গণতান্ত্রিক জীবনের শুরু ও শেষ? কখনো মুখোশ পরে, কখনো চরম সহিংসতায় আবর্তিত যে বৈশ্বিক লড়াই—বিশেষ করে আফ্রিকায়—তা আসলে কাঁচামাল ও শক্তির উৎসগুলোতে প্রবেশ এবং সস্তায় পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য 'পশ্চিমা' লুণ্ঠন। এবং ঘটনাক্রমে তা

৩. বিষয়গত (Objective) : বস্তুগত। পুঁজিবাদের বস্তুগত উৎপাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে।